গোমাতা কেন সনাতনীদের মা হয়?

গো মাতাকে সনাতনীরা গাভী মাতা বলে থাকে, তাই এই বিষয়ে আমি ছোট্ট একটি (লজিক) দিয়ে উত্তর দিচ্ছি।

আমাদের ধর্মীয় পরিচয়ে আমরা সনাতন। আবার এটা বাদ দিলেও একটা বড় পরিচয় থেকে যায় তা হচ্ছে আমরা মানুষ আর তার গুন হচ্ছে—

১) অন্যের ক্ষতি না করা।

২) অন্যের উপকার করা।

৩) উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করা।

এখন মূল প্রসঙ্গে যাচ্ছি,

আমরা সবাই ছোট শিশু হয়েই জন্মগ্রহন করি৷ অনেকের জন্মের সময় কিংবা জন্মের কিছুদিন পরে মা মারা যায় তখন সেই শিশুটির দায়ীত্ব হয়তো অন্য কেউ নিতে পারে কিন্তু শিশুটিকে খাদ্য হিসাবে কি দিবে কারন সেই শিশুটি আমাদের মত শক্ত খাবার যেমন ভাত শাকসবজি কিংবা মাংস ভক্ষনের উপযুক্ত নয় তখন শুধুমাত্র ভরসা গাভীর দুগ্ধ৷

আমার পরিচিত ও অপরিচিত মধ্যে ফ্রেন্ডলিষ্টের অনেকেই বিবাহিত এবং স্ত্রী যার সন্তান এখনো হয়নি, বা অবিবাহিত মেয়ে দিদিরা সবাই বড় হওয়ার পরেও বকের দুধ এখনো আসে নাই, কখনো কি ভেবে দেখেছেন ছোট্ট বাচ্চা শিশুর মুখে কি দেবেন? তার জন্য শুধুমাত্র ভরসা গাভীর দুধের উপর।

আরো একটা চিন্তা করুন আমরা সাধারণত ভাবে অসুস্থ হয় বা হয়ে থাকি যেদিন থেকেই অসুস্থ যাপন করি সেদিন থেকে নিজেকে সুস্থ ও পরিপুষ্ট করার জন্য বেছে নেই গাভীর দুধ৷ কারন বিজ্ঞান প্রমান করেছে যে গাভীর দুধে শুধুমাত্র ভিটামিন সি বেতিত সকল প্রকার ভিটামিনের পুষ্টি রয়েছে৷

আরো অনেক বিষয় আছে যা লিখে শেষ করা যাবে না কখনো। এখন দেখবো আমরা কতটুকু মনুষ্যত্ব জ্ঞান লাভ করেছি?

মা মারা গেলে সে গাভীর দুধ দরকার এবং বেশেকমে আমরা সবাই ছোট্ট থেকে বড় হয়েছি তাও গাভীর দুধ খেয়ে৷ এখানে একটি বিষয় হচ্ছে যখনই একটি জন্ম দেওয়া বাচ্চা মায়ের দুধ না আসলে তখন বাচ্চাকে গাভীর দুধ খাওয়াতে হয়৷ এবং আরো একটি বিষয় যখন একটি মানুষ অসুস্থ হলে গাভীর দুধ খাওয়াতে হয় পরিপুষ্ট জন্য আর তার কৃতজ্ঞতা বোধ হিসাবে গাভীর মাংস ভক্ষন করব তাই না এই আমাদের মনুষ্যত্ব জ্ঞান।

গরুর দুধই মাতৃদুগ্ধ এর বিকল্প এর কারণ তাই মায়ের মতোই মনে করি বলে গাভী মা বা গোমাতা বলে থাকি।

গাভীকে মা হিসাবে দেখবেন নাকি অন্যকিছু আপনার নিজের চিন্তার উপর নির্ভর করবে।

ঈশ্বর আমাদের অন্যান প্রাণীর থেকে একটি চোখ বেশি দিয়েছেন তা হল বিবেক চোখ তাই সবকিছুই বিবেচনা করে বিবেক কে প্রশ্ন করুন অবস্যই উত্তর পেয়ে যাবেন।

দেখুন মায়ের বুকের দুধ না পাওয়া পুত্রসন্তান যখন গোমাতার দুধ খেয়ে বাঁচেন সেই পুত্রসন্তানরা কিভাবে ওই গোমাতা ও গোমাতার পুত্র সন্তানদের হত্যা করতে পারে।

জেনে নিন সনাতনী হিন্দুগণের কেন গোহত্যা ও গোমাংস খাওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ—

মায়ের বুকের দুধ না পাওয়া পুত্রসন্তান যখন গোমাতার দুধ খেয়ে বাঁচে সেই পুত্রসন্তানরা কিভাবে গোমাতা ও গোমাতার পুত্র সন্তানদের হত্যা করতে পারে।

নরপিশাচরা কিছুদিন পর হত্যা ও কাটাকাটি করে আমাদের গোমাতা ও গোমাতার পুত্রদের সনাতন ধর্মে 'অপৌরুষেয় বেদ' বাণীতে গোহত্যা ও গোমাংস খাওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে দেখুন—

★ সনাতন ধর্মের হিন্দুরা কেন গোমাংস খায় না বা গোহত্যা করে না? আসুন দেখি পবিত্র বেদে গোহত্যা ও গোমাংস খাওয়া নিয়ে কি বলেছে?

☞ আমরা সবাই গোমাতার স্বয়ংসেবক ☜

গোহত্যা বেদ বিরুদ্ধ ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখিত আছেঃ-

☞ হে ধেনু সকল! তোমরা কৃশ মনুষ্যকে হৃষ্টপুষ্ট কর। অশুচি মনুষ্যকে পবিত্র কর, গৃহকে মঙ্গলময় কর। তোমাদের কথা মঙ্গলময় হউক। সভাসমূহে তোমাদের বহুগুণ বর্ণনা করা হয়।

(অথর্ববেদ ৪.২১.৬)

☞ যদি তুমি আমাদের গরু, অশ্ব ও প্রজাদিগকে হিংসা কর, তবে তোমাকে সীসকের গুলি দ্বারা বিদ্ধ করিব। আমাদের মধ্যে যেন বীরদের বিনাশকারী।

(অথর্ববেদ ১.১৬.৪)

☞ গোমাতা ও গোপুত্রদের রক্ষা করতে হবে, গোহত্যা নিষিদ্ধ।

(যজুর্বেদ ১৩.৪৯)

☞ হে মনুষ্য তোমরা গোমাতা ও মহিষ সমূহকে কখনো হত্যা করো না, এরা নিরীহ, এরা তোমাদের দুধ প্রদান করে, কৃতজ্ঞ করে, এদের রক্ষা কর।

(যজুর্বেদ ১৩.৪৯)

☞ গো পশুদের সুরক্ষা করুন,

(যজুর্বেদ ১৪.৮)

☞ গোহত্যাকারীদের ধ্বংস করো ।

(যজুর্বেদ ৩০.১৮)

☞ গোমাতার মর্যাদা সব সম্মানের উপর বিদ্যমান।

(অথর্ববেদ ১১.১.৩৪)

☞ তোমার খাদ্যের জন্যে গম, চাল, বার্লী, ডাল ইত্যাদি ফসল দন্তের উপযোগী, কিন্তু যেসব পশু বা মানব পিতা-মাতা তুল্যযোগ্য তাদের মাংস তোমার শরীরের জন্যে উপযোগী নয়।

(অথর্ববেদ ৬.১৪০.২)

☞ গোমাতা আমাদের সমৃদ্ধি-স্বাস্থ্য-ঐশ্বর্য নিয়ে আসে।

(ঋগ্বেদ ১.১৬৪.২৭)

☞ গোবংশের জন্যে জলের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঋগ্বেদ ৫.৮৩.৮)

☞ হে মানব যে নিজের প্রজাতি, ঘোড়া, দুধ দেওয়া গোমাতা, অন্যান্য পশুর মাংস খাবে বা ধ্বংস করবে তার কঠোর শাস্তি হবে।

(ঋগ্বেদ ১০.৮৭.১৬)

☞ গোমাতা-গোপুত্র (ষাড়) গৃহের সমৃদ্ধি আনো।

(যজুর্বেদ ১২.৭৩)

☞ সিদ্ধ মাংস বা রান্না করা মাংস বা পুরুষ-স্ত্রী পশু বা ডিম বা সদ্যোজাত পশু সন্তানের মাংস ভক্ষণকারী ধ্বংস হবে পদে পদে।

(অথর্ববেদ ৮.৬.২৩)

☞ কেউ গোবংশ-ঘোড়া-নিজের মাতৃভূমি লোকেদের ধ্বংস করতে এলে তাদের সীসার গুলি দিয়ে বধ করো।

(অথর্ববেদ ১.১৬.৪)

☞ অঘ্ন হিসেবে গোমাতা ভালোবাসো-হত্যার পাপ হতে বিরত থাকো-তার বাছুরগুলোকে আদর করো।

(অথর্ববেদ ৩.৩০.১)

☞ গোবংশ যদি খুশি-সুস্বাস্থ্য থাকে তাহলে পুরুষ-স্ত্রী সকল রোগ থেকে মুক্ত থাকবে, ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠবে। শত্রুদের গোমাতার ওপর কোন অস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত নয়। যারা গোবংশের সেবা-দেখভাল করে ভগবানের আর্শীবাদ সর্বদা প্রাপ্ত হয়।

(ঋগ্বেদ ৬.২৮)

☞ আঘ্ন্যা গরু আমাদের সুসাস্থ্য ও উন্নতি আনো।

(ঋগ্বেদ, ১/১৬৪/২৭)

☞ আঘ্ন্যা গরুর জন্য সুপেয় জলের উন্নত ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(ঋগ্বেদ, ৫/৮৩/৮)

☞ এখানে মানুষ, ঘোড়া ও গোমাংস আহারকারিদের শাস্তির কথা বলা আছে। ☜

☞গোহত্যা কে মানুষ হত্যারসমকক্ষ বলা হয়েছে ও এর সাথে জড়িতদের শাস্তি দিতে বলা হয়েছে।

(ঋগ্বেদ, ৭/৫৬/১৭)

☞ বেদে আঘ্ন্যা . অহি , ও অদিতি হচ্ছে গরুর সম্পদ। আঘ্ন্যা মানে যাকে হত্যা করা উচিত নয়। অহি মানে যার গলা কাটা/জবাই করা উচিত নয়। অদিতি মানে যাকে টুকরো টুকরো করা উচিত নয়।

☞ গোমাতা কে হত্যা করবে না বা টুকরো টুকরো করে কাটা সম্পূর্ণ অবৈধ, গোমাতা নির্দোষ ও অদিতি প্রাণী।

(ঋগ্বেদ, ৮/১০১/১৫)

☞ গোহত্যা এবং গোমাংস খাওয়া সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(ঋগ্বেদ, ৮/১০১/১৫)

☞ নির্দোষকে হত্যা করা মহাপাপ, আমাদের গোবংশ, ঘোড়া, সাধারণ মানুষকে হত্যা করবেন না।

➢ (অথর্ববেদ ১০.১.২৯)

☞ গো হত্যা মানব হত্যার সম মহাপাপ, যারা গোহত্যার সাথে জড়িতো থাকবে তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

➢ (ঋগ্বেদ ৭.৫৬.১৭)

☞ গোমাতা অর্ঘরুপী তাই যেকোন কারণে হোক না কেনো হত্যা করা যাবে না, তাদের জল-সবুজ গোগ্রাস দিয়ে তাদের সমৃদ্ধ করতে হবে যাতে জ্ঞান, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ হয়। অর্ঘ্যনা, অহি, অদিতি তিন রুপী গোবংশ হত্যা নিষিদ্ধ।

➢ (ঋগ্বেদ ১.১৬৪.৪০) ও (অথর্ববেদ ৭.৭৩.১১) এবং (অথর্ববেদ ৯.১০.২০)।

সনাতন ধর্মে যজ্ঞের

☞ পশু যজ্ঞের অর্থ পশু হত্যা না বলি নয়, অগ্নির অনুষ্ঠান যাকে “অধবার্যু” যা অহিংসা – আধ্যাত্মিকতার প্রতীক, যজ্ঞকে “অদর্বা” ও বলে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, সূর্য যারা জীবের প্রাণের বাহক যারা ৩৩ প্রকার দেবতার মধ্যে অন্যতম, বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ এই পশুর ন্যায় ভ্রাম্যমান, অশ্ব, গোও, অজা (ছাগল), অভি (ভেড়া) প্রতীক হলো চাল, ধান, ফলের রস, বিভিন্ন ফসল যা প্রকৃতি শুদ্ধির জন্যে উৎসর্গ ও ধন্যবাদ এই পরমাত্মা প্রকৃতির।

➢ (যজুর্বেদ ২২.৩২) ও (যজুর্বেদ ৩৬.২২)

☞ দ্বিপদী ও চতুষ্পদী প্রাণীর রক্ষা করো হে মানব।

(যজুর্বেদ ৬.১১)

☞ সকলকে অনুরোধ এটি শেয়ার করুন এবং অনেক জনকে এগুলো কপি করে পাঠান। গোহত্যা #বন্ধ করতে সবার কাছে প্রচার করুন।

☞ এতে আপনার কতটুকু পূন্য হবে জানি না, তবে বেদবাণী প্রচারে আপনার কোনো পাপ হবে না।

☞ কমেন্টে সবাই বলুন ☜

"আমি গর্বিত, আমি হিন্দু"

"দিব্যজ্ঞান নয় কান্ডজ্ঞান চায়"

গোহত্যা বন্ধ করুর

সনাতন ধর্মকে রক্ষা করুন।

বিঃদ্রঃ যে মানুষটি মনুষ্যত্ব বোধ অর্জন করতে পারে না, তার আর পশুর মধ্যে কোন পার্থক্যই তাকে না।

নিজেদের মিথ্যা ভাবদ্বারা ভাববাদী চেতনা পরিত্যাগ করুন, সঠিক তত্ব দিয়ে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করুন।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ
জয় শ্রীরাম
হর হর মহাদেব

শ্রী বাবলু মালাকার

(সনাতন ধর্মের প্রচারক)

বেদ ভাষ্য রেফারেন্স অনুবাদঃ— **তুলসী শর্মা**

প্রচারেঃ- **পবিত্র বেদ**